JAN 13 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

মূলে কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি 'নবদিগন্ত মৌলভীবাজার' মুখ থুবড়ে পড়েছে

মৌলভীবাজার থেকে এম এ সালাম ঃ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি 'নবদিগন্ত মৌলভীবাজার' চালু নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কবে কর্মসূচিটি চালু হবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সারা জেলা নিরক্ষরমুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সময়ে কর্মসূচিই চালু করা যায়নি। এতে প্রায় ৩ লাখ নিরক্ষর লোককে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৮ সালে 'নবদিগন্ত মৌলভীবাজার' নামে সার্বিক সাক্ষরতা সমিতি গঠন করা হয়েছিল মৌলভীবাজার জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে। তখন নিরক্ষরমুক্ত করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সেই সময়কে সামনে রেখে জেলার প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বারা সে বছরই একটি জরিপ চালানো হয়। প্রাথমিক জরিপে দেখা গেছে, জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ১৪ লাখ ৬৪ হাজার ৮শ ৮৭ জন জনসংখ্যার মধ্যে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা হচ্ছে ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৬শ ২৯ জন। এই ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট জনসংখ্যার মধ্যে নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৭৮ হাজার ৫শ ৬৯। ইতোমধ্যে প্রায় তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একই সাথে লোকসংখ্যা এবং নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই বয়সী নিরক্ষর লোক-সংখ্যার পরিমাণ তিন লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

জানা গেছে, 'নবদিগন্ত মৌলভী-বাজার' কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে জেলার ৬টি উপজেলা ও ২টি পৌরসভায় ৮১টি পাইলট কেন্দ্র চালু করা হয়। এসব পাইলট কেন্দ্রে উপস্থিতির হার বলা হয়েছে ৭০ থেকে ৯৯ শতাংশের ওপরে এবং পাসের হার সর্বনিম্ন ৬৮ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অসহ-যোগিতার কারণে শ্রীমঙ্গল পৌরসভায় পাইলট প্রকল্প চালু করা যায়নি। এদিকে অনেকেই বলেছেন, বাস্তবে এই পরিসংখ্যানের হেরফের হতে পারে। অনেকের উপস্থিতি ছিল অনিয়মিত। পেশাগত কারণে অনেকেই এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলে গেছে। এছাড়া বাসাবাড়িতে যে সকল মহিলা কাজ করেন তারাও নিয়ম মেনে চলতে পারেন না। অন্যদিকে জেলায় ১০৬টি চা-বাগান রয়েছে। চা-বাগানসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই নিরক্ষর। তাছাড়া আছে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী। যাদেরকে হিসেবের আওতায়ই আনা হয়নি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে শর্তসমূহ আরোপ করে তার সবটি সম্পূর্ণ না হওয়ায় গত বছর কর্মসূচি শুরুর বিষয়টি পিছিয়ে পড়ে। তবে পরবর্তী সময়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে জারিগান, হোর্ডিং স্থাপন, ইউনিয়ন পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ করে প্রচারকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এই প্রচার কাজে কিছু কিছু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা করেন বলে জানা যায়।

এই সময়ের মধ্যে নবদিগন্ত মৌলভীবাজারের কর্মসূচি শুরুর নির্ধারিত তারিখ তিনবার পিছিয়েছে। প্রথমে ১লা নভেম্বর ২০০০ থেকে টিএলএম কর্মসূচি শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। সেই লক্ষ্যে প্রচার ও জরিপ, শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, প্রশিক্ষণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও সাক্ষরতা পরবর্তী কর্মসূচি বাস্তবায়নে ৮ কোটি ৭২ লাখ ১৯ হাজার ৯শ ৫৩ টাকার একটি বাজেট প্রণীত হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে ইউনিয়ন/পৌরসভা কমিটি, ব্লক কমিটি, সুপারভাইজার ও শিক্ষক-শিক্ষিকা বাছাই কমিটি গঠন, সুপারভাইজার নিয়োগ, কেন্দ্র গঠন ও শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগেরও উদ্যোগ নেয়া হয়। জানা গেছে, শর্তসমূহ পূরণ না হওয়ায় সে সময় বরাদ্দের টাকা পাওয়া যায়নি। এখন কবে থেকে 'নবদিগন্ত মৌলভীবাজার'-এর কর্মসূচি শুরু হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ফলে অন্যান্য জেলা সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে এগিয়ে গেলেও মৌলভীবাজার জেলার প্রায় ৩ লাখ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন করার কর্মসূচি পিছিয়ে পড়ছে।